২৩-০৩-১৭ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

*"মিষ্টি বাচ্চারা - রাতে জেগে কামাই করো , অমৃতবেলায় ওঠার অভ্যাস করো"*

*প্রশ্ন - জ্ঞানে আসতেই যে নেশা হয় , সেই নেশাকে স্থায়ী ভাবে ধরে রাখার নিয়ম কি ?*

*উত্তর -: যখন জ্ঞানে নতুন নতুন আসা হয় , তখন অনেক নেশা চড়ে থাকে । সেই সময়ে নিজেরা নিজেদের কাছে অনেক প্রতিজ্ঞাও করে থাকে । বাবা বলেন সেই প্রতিজ্ঞাগুলি ডায়রীতে নোট করে রেখো , তারপর সেগুলোকে রিভাইজ করতে থাকো , তাহলে নেশা স্থায়ী থাকবে । নইলে তো মায়ার তুফানের বেগে সেই নেশা উড়ে যাবে । যদি চলতে চলতে কোনো ভুল হয়ে যায় , তাহলে বাবাকে বলে হাল্কা হয়ে যাও, দ্বিতীয় বার যেন কোনো ভুল না হয় , নাহলে তো বৃদ্ধি হতে থাকবে* ।

*গীত -: দুঃখীদের ওপরে দয়া করো ও মাতা-পিতা .....*

*ওম্ শান্তি* । গানটি খুবই সুন্দর - কারণ সমগ্র দুনিয়াই তো দুঃখী আর স্মরণ করেও চলেছে - তুমি মাতাপিতা ..... তোমারই কৃপায় গহন সুখ প্রাপ্ত হয় । এই সময়ে সমগ্র দুনিয়া দুঃখী , এইজন্য বাবাকে স্মরণ করে , তাই মাতাকেও স্মরণ অবশ্যই করবে । গানটি খুব ভালো । তোমরা জানো মাতাপিতার কাছে জন্ম গ্রহন করলে আমাদের এক সেকেন্ডের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয় । ভারতে গায়নও আছে । বাচ্চারা এবার সম্মুখে উপস্থিত আছে । জগত অম্বা যখন আছেন, তখন তো জগত পিতাও থাকবে , তাইনা! তাদের ওপরেও তো কেউ হবেন, কারণ এই সময় সুখধামের অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার আছে । তাই সুখধামের স্থাপনা করতে মাতাপিতারও দরকার আছে । যাদের মাতাপিতা সাহুকার ( ধনী ) , তাদের তো ফার্স্ট ক্লাস ঘর হয় । যাদের মাতাপিতা গরীব হয় , তাদের ঘর সেরকমই হয় । সত্যযুগে দেখো রাধাকৃষ্ণ আছে , তারা তো সর্বপ্রথম বাদশাহি প্রাপ্ত করেছে । রাধা অবশ্যই কোনো রাজার সন্তান হবে , তাই রাজকুমারী হবে আর শ্রীকৃষ্ণ হবে রাজকুমার, তারপর তাদের বিবাহ তো নির্ধারিত । এইসব তো বরাবর আছে । মাতাপিতা এবার দৈবী রাজধানী স্থাপন করছেন । দেবীদেবতারা সূর্যবংশী মহারাজা মহারাণী ছিলেন । তোমরা জানো ওনারা এরকম সুযোগ কিভাবে প্রাপ্ত করলেন ? রামসীতা চন্দ্রবংশীয় রাজত্ব পদ কিভাবে প্রাপ্ত করল ? কলিযুগের অন্তিম সময়ে তো এইসব আর কিছুই নেই । এখন হলো পড়াশোনার মাধ্যমে রাজত্ব লাভ । যেমন লৌকিকে পড়াশোনার দ্বারা ইঞ্জিনিয়ার , ব্যারিস্টার ইত্যাদি তৈরী হয় , সেরকম এই পড়াশোনার দ্বারা রাজাদের রাজা হওয়া যায় । বাবা-ই যিনি রাজত্ব পদ লাভের জন্য আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। আর কোনো ইউনিভার্সিটি নেই, যেখানে রাজত্ব পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করানো হয় । নামই হল গীতা পাঠশালা । গীতা পাঠ করেই তো রাজত্ব পদ লাভ হয় । বেদ উপনিষদ পড়ে কোন্ পদ লাভ হয়েছে? রাজযোগ তো ভগবান এসেই শেখান । কত সহজ কথা , তাই না! কালকের কথা । অবশ্যই লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য ছিল । গায়নও আছে যে ক্রাইস্ট থেকে তিন হাজার বছর পূর্বে দেবতাদের রাজ্য ছিল । তারা কিভাবে প্রাপ্ত করলো ? ভগবান নিশ্চয়ই বিনাশের পূর্বে রাজযোগের পাঠ পড়িয়েছিলেন । তারপরই বিনাশ হয়ে থাকবে । তারপর রাজযোগ দ্বারা সত্যযুগের রাজত্ব পদ লাভ করেছে । এটা হল সঙ্গম ।

তোমরা লিখতে পারো , এই সেই সময় , যখন এক সেকেন্ডে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজত্ব পদ লাভ হয়ে থাকে, এসে বোঝো । চিত্রের দ্বারা তোমরা ভালো করে বোঝাতে পারো । বোঝানোর জন্য বিচক্ষণ (বোঝদার) বুদ্ধিমান হতে হবে । তোমরা হলে ব্রহ্মা কুমার কুমারী তথা শিবের পৌত্র পৌত্রী । কিন্তু বাবা বলেন আমাকে কোটির মধ্যে কেউ জানে আর আমার (শিববাবার) কাছ থেকে অধিকার গ্রহন করে । সেকেন্ডে জীবন মুক্তি পেয়ে যায় । তারপর জীবন মুক্তিতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করতে হয় । এইসব বোঝানোর জন্য মেলার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে । এ বিষয়ে নানান পরিকল্পনাও চলতে থাকে । নতুন নতুন পয়েন্টসও বেরোতে থাকে । দিন দিন চিত্র ইত্যাদি নানান সহজ রূপে বেরোতে থাকে, আর সবকিছুই ড্রামানুসারে হয়ে চলেছে । কল্প পূর্বে যেরকম অ্যাক্ট হয়েছে , সেটাই আবার রিপিট হচ্ছে । এরকম কেউই লিখতে পারে না যে এই প্রদর্শনী পাঁচ হাজার বছর পরে আবার এই সময়ে হচ্ছে । আবার কল্পে পরে হবে । প্রতি কল্পে একই বার এই প্রদর্শনীর আয়োজন হয় অথবা বোঝানোর জন্য আমরা আয়োজন করি । এবার এইসব দেশ-দেশান্তরে বেরোবে । বাবা সবসময়ই নতুন নতুন পয়েন্টসও বোঝাতে থাকেন । এডিশন, কারেক্শনও হতে থাকে । লোকেরা যখন রামায়ণ ইত্যাদি ছাপায় তখন সেটা হুবহু সেরকমই ছাপায় । এইজন্য আমাদের বলে প্রথমে তোমরা কি লিখেছিলে , আর এখন কি লিখছো? *বাবা বলেন আমি তোমাদের রোজ নতুন নতুন কথা বা পয়েন্টস শোনাতে থাকি । একসাথে সবকিছু থোড়াই শোনানো যায়* ! তারা লিখেছে , যুদ্ধের ময়দানে গীতা শোনানো হয়েছে । ১৮ অধ্যায়ের গীতা তৈরী করা হয়েছে, যারা সংস্কৃতে জ্ঞানী বা পটু, তারা আধা ঘন্টায় শ্লোক মুখস্থ ( কন্ঠস্থ ) করতে পারে । গীতাই হল মুখ্য, বাকী ভাগবতে তো অনেক গল্প রয়েছে । গীতাকেই সংস্কৃতে তৈরী করা হয়েছে । জ্ঞান সাগর বাবা এতো জ্ঞান শুনিয়েছেন যে সাগরকে কালি বানিয়ে ...জঙ্গলকে কলম বানিয়ে আর সমগ্র পৃথিবীকে কাগজ বানিয়ে লিখলেও শেষ করা যাবে না । কিন্তু এরকম তো হয় না আর না কোনো সংস্কৃতের কথা হয় । হিন্দি ভাষা চলে । ভাষা তো অনেক আছে । সব ভাষা তো আর একসাথে শেখা যায় না । তবে চেষ্টা করে অনেকেই পাঁচ ছটি ভাষা লিখতে বলতে শিখে যায় তো তখন তাদের সম্মানও বেড়ে যায় । এবার ভগবান এসে সব ভাষা থোড়াই বোঝাবেন । তিনি তো হিন্দিতেই বোঝান । যেমন হিন্দি ভাঙা ভাঙা সবাই জানে, সেরকম ইংরেজীও সবাই ভাঙা ভাঙা জানে । বাবা তোমাদের বাচ্চাদের হিন্দিতে বোঝান । ভগবান এসে ভক্তের ভক্তির ফল দিয়ে থাকেন । ভক্ত তো অনেক আছে । ভগবান এক হন । বলাও হয় পতিতপাবন এসো । এরকম তো বলা হয় না ..... ভগবান এসো । সকলের বাবাই হলেন এক । সবার গড ফাদার এক হয় । তিনি হলেন ক্রিয়েটর । সুখের দিন আনার জন্য ক্রিয়েট করেন । বাবা বাচ্চাদের সুখ দেওয়ার জন্যই চেয়ে থাকেন । গড ফাদার স্বর্গ রচনা করেন আর যাদের স্বর্গের মালিক তৈরী করেন , তাদের দেবীদেবতা বলা হয় । কিন্তু সবাইকে বলা হবে না । এসব হল গুপ্ত কথা । গড ফাদার অ্যাডম আর ইভের দ্বারা কিভাবে স্বর্গ রচনা করেন ! গড হলেন আলাদা । এইসব ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে । বৃক্ষ বৃদ্ধি হতে থাকবে । ভারতকেই মুক্তি জীবন মুক্তি হয় । সুখধাম ভারতেই তৈরী হয় । প্রথমে ভারতই প্রাচীন খণ্ড ছিল, যেখানে দেবী দেবতারা রাজত্ব করতেন । তারপর ইসলামী, বৌদ্ধী খণ্ড স্থাপিত হয় । এ তো একদম সহজ। যে সময়ে যাদের চারা (স্যাপলিং) লাগার সেসময়ে সেটাই লাগে ।

দেখো, বাচ্চারা কিরকম কিরকম পত্র লেখে -- বাবা আমি চারদিনের বাচ্চা । আমি আপনাকে চিনেছি । অনেকে তো কত বছর ধরে আসা যাওয়া করে, কিন্তু কখনো পত্রও লেখে না । অনেকে আবার ফট্ করে পত্র লেখে । পরে মায়ার তুফান অনেক আসবে । তুফানের বেগে পুরানো পাতাও পড়ে যায় । নতুনদের প্রথম প্রথম খুশীর পারা অনেক উঁচুতে থাকে । বাবা আমরা আপনার হয়ে থাকব, কিন্তু মায়াও তো কম নয় , তাইনা! যখন প্রতিজ্ঞা করা হয় , তখন ডায়রীতে নোট করে রাখা দরকার , যে আমরা কি কি প্রতিজ্ঞা করে থাকি । অনেকে তো প্রতিজ্ঞা করে তারপর কখনো ডায়েরি দেখেও না , ফলে লাভ কি হয় ! এরকম নয় যে আমাদের পেছনে যে আসবে , তারা পড়বে । এখানে তো কোনো পৌত্র পৌত্রীরা থাকতে আসে না । যেরকম যে পড়বে , সেরকম সে পাবে । আর না পড়লে ঐরকমই থেকে যাবে । অল্প ভুল করে বলে দেওয়া উচিত নাহলে সেই ভুল বৃদ্ধি পেতে থাকবে । একটা গল্পও আছে যে ছেলে তার মা'য়ের কান ধরে বলেছিল - "আমাকে এই শিক্ষা প্রথমে দাওনি কেন ? আগে শোনালে আজ আমাকে জেলে যেতে হত না ! এইসব দৃষ্টান্তও রয়েছে । কখনও চুরি করা উচিত নয় , নইলে অভ্যাসে পরিণত হবে । তারপর ধর্মরাজের কাছে অনেক শাস্তি পেতে হবে । এবার বাবার কাছ থেকে যত অধিকার নেওয়ার আছে, নিয়ে নাও । বিশ্বের বাদশাহী বাবা দিচ্ছেন, আর কি দেবেন? আর বাকি কি থাকে ? এখন হল তোমাদের ভিখারীর জীবন । এই শরীরে থেকে দেহী অভিমানী (আত্মা হওয়ার ) হওয়ার প্র্যাকটিস করতে হবে । দেহ সহ সমগ্র দুনিয়াকে ভুলতে হবে । লোভ থাকা উচিত নয় । যেটা পেলাম, সেটাই ভালো । বলা হয় যে, চাওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভালো। শিববাবার ভাণ্ডার থেকে তো সবকিছুই প্রাপ্ত হয় । অমৃতবেলায় নিজে থেকে ওঠার অভ্যাস করতে হবে । রাতে জেগে কামাই করতে হবে । বাবা অনেক অনুভবী শরীর নিয়েছেন (চয়ন করেছেন)। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) হলেন রত্ন, আর তিনি (শিববাবা) হলেন জ্ঞান রত্ন । আজকাল নকল হীরে এমন বেরিয়েছে যে, বলার নয় । চিত্রে বোঝানো অনেক সহজ হয় । সেকেন্ডে বাবার কাছ থেকে অধিকার লাভ করো । ওপরে বাবা, এ হল ব্রহ্মা কুমার কুমারী। যেদিন থেকে আমরা বাবার হয়েছি, সেদিন থেকেই জীবন মুক্তির অধিকার তো লাভ করেছি । বাকী উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য আমরা পুরুষার্থ করে থাকি । পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা মনুষ্য সৃষ্টির রচনা করেন । বাঁধেলীরা (যারা বন্ধনে আবদ্ধ ) বলে - "বাবা আমরা তো শুধু তোমাকেই স্মরণ করি । যদিও আমরা তোমাকে (শিববাবাকে) দেখিনি, তবুও অধিকার তো আমরাই প্রাপ্ত করবো* । কতখানি আশ্চর্যের ব্যাপার, তাইনা! অনেক অনেক বাচ্চা রয়েছে । প্রভাব বাড়তে থাকলে বাঁধেলীরাও মুক্ত হবে । অনেকে আছে যারা স্বামীদেরও গুরু হয়ে যায় । সেসব লিস্টও বের করো - কতজন স্ত্রী স্বামীদের গুরু হয়েছে , তারপর স্বামীরাও লেখ যে আমাকে আমার স্ত্রী জ্ঞান দিয়েছে, এইজন্য এ হল আমার গুরু । পুরুষেরা বলবে- অবশ্যই স্ত্রী আমার গুরু। কিন্তু এরকম ভাবে থোড়াই মানবে । মাতা গুরু ছাড়া কারোরই উদ্ধার হওয়া সম্ভব নয় । কলস জগত মাতা প্রাপ্ত করে , তাহলে তো জগত মাতাই গুরু হল, তাইনা! আজকাল স্ত্রীদের অনেক সম্মান দেওয়া হচ্ছে । বাবাও বলেন মাতা গুরু ছাড়া মুক্তি জীবন মুক্তি পাওয়া অসম্ভব । যখন মাতাদের দ্বারা অ্যাডপ্ট হবে, তখন জীবন মুক্তি পাবে । মাতাকে গুরু মনে করা উচিত । বাচ্চাদের নিজেদের ওপরে অহংকার করা উচিত নয় । মাতাদের সুযোগ দেওয়া দরকার । অনুসরণ (follow ) করতে হবে, দেহ অভিমান থাকা উচিত নয় । নিজেদেরকে নিরংহকারী মনে করতে হবে । বাবাও নিজেকে নিরাকার বোঝেন । তোমরা বলবে , আই এম ইনকারপোরিয়ল কাম করপোরিয়ল অর্থাৎ আমরা হলাম নিরাকার আবার শরীর ধারী আত্মা । যেমন লেখা হয় হাসপাতাল কাম ইউনিভার্সিটি । এইসব কথা বোঝার জন্য দেওয়া হয় ।

সবার মধ্যে একরস ভাব (ধারনা) হয় না । পুরুষার্থ করে ধারণ করতে আর করাতে হবে । যেটা শুনেছ, সেটা শোনাও - তৎক্ষণাৎ দান হল - মহাপুণ্য । ধন দান না করলে , সাহুকার (বিত্তবান) কিভাবে তৈরি হবে ।

তোমরা হলে সবচেয়ে বড় লোভী, সমগ্র বিশ্বের মালিক হওয়ার বাসনা - এ অনেক বড় কামনা ! প্রত্যেককে সদা সুখী, সদা শান্তিময় তৈরী করতে হবে । মানুষ মাত্রকেই কলিযুগী ভ্রষ্টাচারী থেকে সত্যযুগী শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী করতে হবে । ভারতে দেবতারা ছিল, এখন আর নেই, তবে আবার দেবতারা হবে আর যেখানে থাকবে , তাকে স্বর্গ বলা হয় । প্যারাডাইস শব্দটি খুব সুন্দর । আমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছি । এক বাবা ছাড়া বাকী সবাইকে ভুলতে হবে । সবদিক থেকেই মোহকে নষ্ট করে দিতে হবে । আচ্ছা! --

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) সার্ভিসেবল বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

*ধারণার জন্য মুখ্য সার* -:

১) এই ভিখারী জীবনে পুরোপুরি দেহী অভিমানী হতে হবে । কোনো জিনিসে বেশী লোভ রাখা উচিত নয় । যা পাওয়া যাবে সেটাই ভাল । চাওয়ার চেয়ে মরণ ভাল ।

২) নিজের মধ্যে অহংকার না রেখে মাতাদের সুযোগ দিতে হবে । বাবার সমান নিরাকারী নিরংহকারী হতে হবে । জ্ঞান ধনের দান করতে হবে ।

*বরদান -: পবিত্রতার (purity) রয়্যালিটি দ্বারা ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বকে প্রত্যক্ষ করতে সম্পূর্ণ পবিত্র ভব!

পবিত্রতার রয়্যালিটি হল ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব । যেমন কেউ রয়্যাল ফ্যামিলির সন্তান হলে, সেটা তার চেহারা আর চলনে বোঝা যায় যে এ কোনো ভালো বংশের সন্তান । সেইরকম ব্রাহ্মণ জীবনের যাচাই পবিত্রতার ঝলকে হয়ে থাকে । চলন আর চেহারার দ্বারা পবিত্রতার ঝলক তখন দেখা যাবে, যখন সঙ্কল্পেও অপবিত্রতার নামচিহ্ন থাকবে না । পবিত্রতা অর্থাৎ কোনো বিকার বা অশুদ্ধির প্রভাব না থাকা , তখন বলা হবে সম্পূর্ণ পবিত্রতা ।

*স্লোগান -: হোলী হংস তারা হয়, যারা ব্যর্থকে সমর্থে পরিবর্তন করতে পারে* ।